প্রসঙ্গ : মেধা বনাম প্রতিভা

অতুল রায়

শিক্ষিত মানুষেরা কিংবা বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিবান, কম বেশি সকল শ্রেণীর মানুষ প্রায়শই আলোচনা করে থাকেন Talent এবং Genius ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গ নিয়ে। সাধারণত অধিকাংশ মানুষই Talent (মেধা) Genius (প্রতিভা)-এর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখেন না; এদের ধারণা Talent যেন Genius-এর সমার্থক। অনুরূপে, মেধাবী অর্থেও Talent; অন্য নামে Genius। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে Talent-এর অর্থ Genius নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। Talented ব্যক্তি বুদ্ধিমত্তায় চৌকস, সর্বত্রই সে তার পরিচয় রাখেন। স্কুল কলেজ University-তে সর্বত্র পুরোভাগে স্থান অধিকার করেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় রেকর্ড মার্ক্স কব্জা করেন। যে কোন প্রশ্ন ধাঁধাঁর উত্তর চটজলদি বলে দেন। চটপটে তুখোর, যাদের আলগা বা এলেবেলে ভাব নেই— আচরণ বা কথাবার্তায়। এই মেধাবী বা Talented ব্যক্তি প্রচলিত সকল বিধি ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তার উপর নিজের বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ও প্রয়োগ সহজেই সর্বত্র করতে পারেন। তিনি সচেতনভাবে জানেন, সকলের কাছে তার বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ও পরিচয় রেখে কিভাবে তিনি সফল হবেন। সাফল্যের প্রয়োজনে, তিনি সামঞ্জস্য ও সমঝোতা করে নেন; সকল অবস্থা পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে। Talented মানুষ তার শক্তির একটা মোটা অংশ নিয়ে কাজ করে থাকেন। তিনি এই অভ্যাসগত কারণে, সেই মেধা শক্তির দাস হয়ে পড়েন এবং এই সচেতনতা সারা জীবন মুন্সিয়ানার সঙ্গে রক্ষা করে, জীবনে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। সাফল্য অর্জনই তার পরম লক্ষ্য, সেজন্য যে কোনও কৌশল অবলম্বন করতে তার না থাকে দ্বিধা, না থাকে দ্বন্দ্ব। কারণ, তার বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগ কৌশল থেকে কখনোই বিরত হতে চান না, সাফল্যই তার ঈপ্সিত, ইষ্ট তথা ঈশ্বর স্বরূপ। বুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষুরধার কোন মানুষকে জীবনে অসফল; অনুন্নত থাকার দৃষ্টান্ত বাস্তবে বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না।

অপরপক্ষে, প্রতিভাবান ব্যক্তি বা genius-এ জীবন চলে জয় পরাজয়ের মিলিত স্রোতে, তবু পরাজয়ে সে প্রতিহত হতে জানেন না, প্রতিকূল পরিস্থিতি জেনেও তার সঙ্গে আপস করতে পারেন না, আপন চিন্তা-চেতনা, তার আদর্শ তথা তার ধ্যান-ধারণা কাটছাট করে প্রচলিত বিধিব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতেও তিনি অপারগ। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি কোন বিষয়ে সত্যের সন্ধান পেলে তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, কিংবা নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রেরণা পেলে, সেই সৃজনশীল কর্মে তার সামগ্রিক চেতনা নিয়ে আত্মার প্রচণ্ড শক্তিতে তিনি ছুটে চলেন তার ধেয় পথে সমস্ত রকম বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে, আপসহীন গতিতে। জিনিয়াসের একমুখীতা জন্ম নেয় আত্মার সমগ্র শক্তিকে সংহত (convergent)

করে, সত্য প্রতিষ্ঠাই তার পরম লক্ষ্য, নতুন সৃষ্টিই তার আদর্শ এবং একমাত্র ধেয়। এক্ষেত্রে কে তাকে তিরস্কার করল বা কে প্রশংসা করে পুরস্কার দিল; সেদিকে তার তাকানোর অবকাশ থাকে না, কোন বাধানিষেধ বা চোখ রাঙানি তাকে আপসের হাত ধরতে দেয় না। কোন ব্যর্থতাই তাকে দমাতে পারে না।

আপসহীন অজানা সন্ধানের তীব্র আকর্ষণ থেকে, creative pulse তাকে সর্বক্ষণ উজ্জীবিত করে রাখে; বাধাবিপত্তি এলে বরং আরও শক্তি সংহত করে সুতীব্র বেগে এগিয়ে চলার প্রেরণা পায় সে। কারণ, জিনিয়াস তার শক্তির দাস নয়, সে তার শক্তির পরিচালক। প্রকৃতপক্ষে জিনিয়াস অসাধারণ শক্তি নিয়ে জন্মায়, সে মানুষকে নতুন সত্যের দিশা দিতে অগ্রগামী,

নতুন সত্যের আলোকে তার ধ্যানধারণায় আলোকিত করতে চায়। সে নিজে যা অনুধাবন করে, যে সত্যের আলো দর্শন করে তাই প্রচলিত সত্য বোধ ও বিশ্বাসের বাইরে বেরিয়ে এসে নির্মম আগ্রহে তা প্রকাশ ও প্রমাণ করতে এতটুকু দ্বিধা করে না। সে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সকল বিদ্যা ও জ্ঞান নিজস্ব মননে জারিত করে; নিষিক্ত করে নতুন সত্যের প্রতিমা, নতুন সত্যের তত্ত্ব নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করে দিতে চায়। সকল মানুষকে, তার সমাজ সভ্যতা তথা আগামীকালের ভবিষ্যতকেও আত্মবিশ্বাসের বলে প্রচলিত রীতিনীতির বাধ ভেঙে এগিয়ে চলে বেপরোয়া ভাবে। সম্ভবত, এই কারণেই বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ বলে থাকেন— Genius is restlessly logical. এই বেপরোয়া হওয়ার কারণ কী, তা খতিয়ে দেখা যাক।

Genius-এর strength থাকে তার positive thinking তথা positive attitude-এর মধ্যে। তার potential faculty সম্বন্ধে সচেতনতা, তাকে গড়ে তোলে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। সে স্বভাবতই জানে তার মধ্যে কতটা faculty রয়েছে; নতুন কোন ভাব আদর্শ নির্মাণের জন্য বা মৌলিক নতুন কোন কিছু সৃষ্টির জন্য। Genius আত্মভোলা নয়, সে তার superiority সম্পর্কে প্রখরভাবে সচেতন। সে জানে সৃষ্টির ক্ষমতা বা আবিষ্কারের প্রভাব কতখানি কার্যকরী হতে পারে; বৃহত্তর মানুষের কাছে। তার এই ক্ষমতাকে সমকালের প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত, বিদ্বান কী বুদ্ধিজীবী বা বৈজ্ঞানিক যদি স্বীকার নাও করেন তবু তার কিছুই আসে যায় না। কারণ, সে জানে তার মধ্যে কোন বস্তু বা কোন গুণের সঞ্চার হয়েছে এবং তার প্রভাব কত সুদূর প্রসারী হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যকাল অবধি। প্রচলিত ধারণা ও বিধিব্যবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সফল না হলেও ভবিষ্যতের মানুষ যে তার আবিষ্কৃত সত্যকে গ্রহণ করবে নিশ্চিতভাবে, তার ধারণা দুরন্তভাবে স্পষ্ট। অথচ অনেক অগ্রগামী সত্যের আলোকে সব যুগেই মানুষ তার সাধারণ জ্ঞানের অভিজ্ঞতায়, পারস্পরিকতার প্রচলিত সত্যের সঙ্গে মেলাতে পারে না এবং সমর্থনও করতে পারে না। সমাজের বৃহৎ জনগণের অজ্ঞতার জন্যই genius উদ্ধত হয়ে ওঠে তার নিজ শক্তির স্বচ্ছ ধারণায়। তখন মানুষের জমাট অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সে তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলনেও দ্বিধা

বোধ করে না। সেজন্য যে কোন পরিণামের বিষয়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এমনকী ব্যর্থ জীবনকেও আলিঙ্গন করে নেয়। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি এই সত্যেরই প্রতিধ্বনি করে— "আমি সত্যের জন্য সব কিছু ছাড়তে পারি, কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ছাড়তে পারি না।" একই আত্মশক্তিতে গান্ধিজি বলেছিলেন, —"সত্য ছাড়া আমি অন্য কোন ঈশ্বরকে সেবা করি না।"। মানুষের জীবনে, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এমনকি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অহিংসার সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আজীবন প্রয়াস চালিয়েছেন গান্ধিজি। স্বামী বিবেকানন্দ, বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থকে আন্তরিকভাবে মর্যাদা দিয়েও প্রকৃত ধর্মকে এবং প্রকৃত ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছিলেন সাক্ষাৎ মানুষের মধ্যেই। উচ্চ থেকে নীচ সকলের মধ্যেই একই ঈশ্বরের সত্তাকে ভ্রাতৃবোধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য অকুতোভয় আহ্বান জানিয়েছিলেন,— "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"। একই সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ঘোষণা করেছিলেন, –"Man making is my mission."

সমকালে যে সত্য অজানিত, অপ্রচলিত বা অনাবিষ্কৃত রয়েছে তাকে সহজে, বিনা দ্বন্দ্বে, কী বিনা বাধায় জনস্বীকৃত করা কখনই সহজলভ্য নয়। কিন্তু ঐ দ্বন্দ্ব বাধা বিপত্তিতে 'ট্যালেন্ট' হয়ে ওঠে বীতশ্রদ্ধ ও হতাশ। বিপরীতে, 'জিনিয়াস' যত দ্বন্দ্ব ও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়, তাকে অতিক্রম করবার জন্য আরও শক্তি সঞ্চয় ও সংহত করে বিরুদ্ধ শক্তিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলে দুর্নিবার, অসীম ধৈর্য সহকারে। মৌলিক সত্যের শেষ বিন্দুতে তথা ভরকেন্দ্রে পৌঁছান অবধি। পরিণামে, সাফল্য এল, কী ব্যর্থতা কিংবা পরাজয় তার জন্য বিচলিত হন না, সেই প্রাণিত geniusগণ। ইতিহাসে তার উদাহরণ কম নেই। ফ্রয়েড তার সকল ব্যর্থতাকে উপেক্ষা করে অসীম ধৈর্যে আসীন থেকে দীর্ঘ কুড়ি বছর যাবৎ নিজ গবেষণার লক্ষ্যে অটল ছিলেন; 'তার ক্রিয়েটিভ পালস্' নিরন্তর জাগ্রত রেখে যুগান্তকারী সৃষ্টির পথে পৌঁছে গিয়ে মনোবিজ্ঞান আবিষ্কারের জনক হয়েছিলেন। জিয়োর্দানো ব্রুনো ষোড়শ শতাব্দীর দার্শনিক, তার দর্শনমতে— ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং তাঁর প্রত্যেক অংশ ঈশ্বর কর্তৃক সঞ্জীবিত। তিনি মত পোষণ করতেন—তাঁর অতিরিক্তভাবে বিশ্বে অনেক নিত্য খণ্ড সত্তা আছে, মানুষের আত্মা তাদের অন্যতম। তাদের প্রত্যেকেই মনাড (monad) রূপে পরিকল্পিত। ঈশ্বর বৃহত্তম 'মনাড'। তাঁর চিন্তা খ্রিস্ট ধর্মবিরোধী হওয়ায় তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। এই পরিণামকে মেনে নিতে দ্বিধা করেননি। কারণ, genius কখনো প্রচলিত বিধিব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাকে পরোয়া না করে, বরং বিদ্রোহ করে মৃত্যুবরণ শ্রেয় মনে করেন। স্পিনোজার দর্শনও ছিল সর্বেশ্বরবাদের ঘনিষ্ঠ। তিনি বিশ্বের মৌলিক সত্য substance হিসাবে ঈশ্বরকে কল্পনা করেছেন। ঈশ্বরের নানা সম্ভাব্য গুণের মধ্যে দুটি গুণ attribute আছে এবং এই দুই গুণের অসংখ্য বিকার modes আছে। ঈশ্বরের একটি গুণ ব্যাপ্তি ও অন্যটি চেতনা। তিনি মাত্র ২৩ বছর বয়স থেকেই ইহুদী ধর্মের মূল তত্ত্ব ও আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন। প্রচলিত ধর্মবিরোধী মত প্রকাশের জন্য তার জীবনে নিদারুণ বিপর্যয় নেমে আসে। এতৎসত্ত্বেও তিনি তার স্বাধীন চিন্তা থেকে বিরত হননি। তার পরিণামস্বরূপ

একাকী নির্বাসনে গিয়ে নিদারুণ দুর্ভোগে যক্ষ্মাক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। প্রাচীন গ্রীসের সোক্রাতেস (খ্রিঃ পূঃ ৫০০) দার্শনিক বিচারে প্রচলিত আইন কানুনকে সামাজিক জীবনধারাকে যুক্তিসিদ্ধ ন্যায় বোধের মান সঙ্গত করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং পৌরাণিক ধারণার দেবদেবী সম্পর্কে পুরাতন ধারণার নিরসন করে তাদের মানবিক দোষগুণের উর্ধ্বে তুলে বিশুদ্ধ ঐশ্বরিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতাদর্শ ছিল মানব জাতির সুখ বিধানই সামাজিক এবং রাজনৈতিক চরণের মূল মন্ত্র। তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক নীতিধর্মের ভিত্তির স্থাপনক। সোক্রাতেস-এর মতাদর্শে— মানুষ বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। কী সত্য, কী অসত্য তা মানুষের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্ণীত হবে। যা সত্য তা সমাজের সকলের উপরে সমানভাবে প্রযোজ্য। তার বক্তব্যে— পাপ কলহ জীবনে দুঃখ আনে, সৎ কর্মই ইহ জীবনের সুখের হেতু। আত্মানুশীলনের দ্বারা যে ব্যক্তি সত্য উপলব্ধি করেছে। সে চিন্তায় ও কর্মে সর্বদা সত্যের দ্বারা পরিচালিত হবে, নিগ্রহ নিপীড়ন, এমনকী মৃত্যু ভয়েও বিচলিত হবে না। প্রাচীন গ্রীস অ্যাথেন্স রাষ্ট্রের ইতিহাসে, সোক্রাতেস-এর জীবৎকালে একটি অবক্ষয়ের যুগ ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে। বিদগ্ধ সমাজ সম্পদ-লোলুপতার প্রাবল্যে অন্তরের সম্পদ হারাতে বসেছিল। এই অন্যায় ও গ্লানির বিরুদ্ধে সোক্রাতেস দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করেছিলেন। সত্য বুদ্ধির প্রতিষ্ঠায় তাঁর অভিযান রক্ষণশীলদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। তার বিচারের নামে সোক্রাতেসকে ঐ জোটবদ্ধ সমাজ অবিচারে 'হেমলক' বিষপান করিয়ে হত্যা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীযুগে তাঁর চিন্তাধারা সমগ্র গ্রীসে যে সঞ্জীবনী ধারার প্রবর্তন করেছিল তা সকল বিদ্বজ্জনেরই জানা।

উপরোক্ত উদাহরণ সাপেক্ষে, আমার বক্তব্য এই যে মৌলিক সত্য আবিষ্কারের একমুখীতা জিনিয়াসের এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি, কেন্দ্রীভূত করে চলে পরিণতি বা সাফল্যের শেষ চূড়া অবধি। আর talent তার শক্তির একাংশ দিয়ে প্রচলিত সত্য নিয়মনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ সুবিধা সুযোগ ও মূল্য আদায় করে নিয়েই ক্ষান্ত এবং সুখী। সে সংগ্রামী নয়, সাধারণের থেকে দক্ষ এবং কৌশলী মাত্র। সাধারণের চেয়ে উন্নত ও সফল ব্যক্তি মাত্র। প্রথাগত সত্যের অনেকাংশকে স্মরণগত করে প্রকাশ ও প্রয়োগ করে সাফল্যের মুকুট পরে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। সাধারণের চেয়ে বিশিষ্ট হয়ে ওঠার বৈশিষ্ট্যের সে উজ্জ্বল। আর জিনিয়াস হল অসাধারণ ও অদৃষ্ট। তার সত্য অজানা ও অসীম potential থেকে আবিষ্কৃত মৌলিক সত্য। তার কর্ম বিপ্লবাত্মক। এই পরিপ্রেক্ষিতে Talent-এর কর্ম রক্ষণাত্মক। প্রচলিত সত্যের অবস্থানে সকল বিধি ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে বিশেষ গুণ, দক্ষতা ও কৌশল অবলম্বন করে সাফল্য অর্জনই তার সর্বৈব লক্ষ্য।

শীর্ষক নিবন্ধ আলোচনার উপসংহারে, genius-এর তিতিক্ষা ও বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দিয়ে নিষিক্ত সত্যকে, বোধ করি, সংজ্ঞায়িত করা চলে,—A genius means, who posses ability to withstand pain and sufferings to the infinitive degree for adherence of any nobe ideology, till his life for its implementation towards welfar of the mankind. So to say the genius who is always regarded to be the great of his era for ever.